মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালাচ্ছে। নগ্নতা, অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফী মানবজাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজটি করে যাচ্ছে।

উপসংহারঃ- সমস্যায় জর্জরিত মুসলমান জাতি বর্তমান সময়ে ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। মুসলিম নেতৃবৃন্দের পরস্পর বিরোধী ও অসহযোগিতার ফলে ইসলামবিদ্বেষীরা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। তাই মুসলমানদের সকল সমস্যা সমাধান করতঃ সামনে যাওয়ার যাবতীয় কর্মকৌশল অবলম্বন করা সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে সকলের প্রত্যাশা।

১২. জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চিমা জগতের কর্তৃত্ব :-

এক সময় জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। পরবর্তীতে মুসলমানদের জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অমনোযোগিতা ও পতন; অন্যদিকে ইউরোপে জাগরণের সূত্র ধরে পশ্চিমা দেশ মুসলমানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে আনুষ্ঠানিক বিস্তারের সূচনা করে। তারা বর্তমানে জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি লাভ করেছে।

১৩. প্রচার মিডিয়ার ওপর পশ্চিমা কর্তৃত্বের চ্যালেঞ্জ :-

বিশ্বব্যাপী প্রচার মিডিয়ার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে পশ্চিমা জগৎ ও জায়নবাদী চক্র তথ্য ও মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদের এক ব্যাপক জাল বিস্তার করেছে। এরা তথ্য বিকৃতি ও তথ্য প্রচারে কাজ করছে সুকৌশলে। নানা কায়দায় ইসলাম ও

ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বকে আক্রমণ করার একটি হাতিয়ার মাত্র, বর্তমানে সন্ত্রাসবাদের পোশাকে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে।

* <u>সাংস্কৃতিক সমস্যাঃ-</u> সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলিম বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে লক্ষ্যনীয় হচ্ছে ফ্রান্সের মতো একটি দেশ আইন করে হিজাব নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এটি প্রমান করে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কোন পর্যায়ে যেতে পারে। তারা শালীনতাকে সহ্য করতে পারে না, তারা নগ্নতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে নিয়ে শালীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, নগ্নতাকে উৎসাহ দিচ্ছে সর্বত্র।

১০. <u>বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ :-</u> বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জও মুসলিম বিশ্বকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পাশ্চাত্য ইসলামকে সন্ত্রাসের ধর্ম বলে প্রমান করার চেষ্টা করছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ওয়াশিংটনের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, টুইন টাওয়ার ও নিউইয়র্কের পেন্টাগনে ভয়াবহ বিমান হামলার ঘটনায় কোনো কিছু প্রমান না হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের মুসলমানরা আক্রমণের শিকার। এখনো কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেনি কে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ঘটিয়েছে। মার্কিন সরকার একটি যথাযথ জুডিশিয়াল তদন্ত পর্যন্ত এখনো করেনি। বিচার বিভাগীয় কোনো কমিশন করেনি। তদন্ত এবং কোর্টে প্রমান না করেই একতরফাভাবে গায়ের জোরে মুসলমানদের দায়ী করা হচ্ছে। টেররিজম বা সন্ত্রাসবাদ

২. <u>অর্থনৈতিক সমস্যাঃ-</u> অর্থনৈতিক সমস্যা মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি বড় সমস্যা। মুসলিম বিশ্ব গোটা বিশ্বের মোট সম্পদের ষাট শতাংশের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিজস্ব সম্পত্তি অর্থনৈতিক ভিত্তি সাম্রাজ্যবাদী - আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্রের কারণে শক্তিশালী করতে পারেনি। বিশ্বের মওজুদ তেলের ৭০%, গ্যাসের ৩৩%, ফসফেটের ৭০%, টিনের ৬০% এবং ম্যাংগানিজের ৩৩% এর মালিক হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্ব আজও পশ্চাদপদ। পাশ্চাত্যের উন্নত বিশ্বের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সঞ্চিত মূলধন। মুসলমানদের অর্থেই পশ্চিমারা আজ লাভবান হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদীরাই নিয়ন্ত্রণের জন্য চাচ্ছে। যেখানে গ্লোবালাইজেশন তথা বিশ্বায়ন একটা শ্লোগান মাত্র।

বা আগ্রাসন; যা আফগানিস্তান ও ইরাকে দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক আইনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অধিকার ছিলনা আফগানিস্তান আক্রমণ করার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি দেশ যারা কোন আন্তর্জাতিক আইন মানে না। তারা ইরাক দখল করে নিয়েছে। তাঁবেদার সরকার বসিয়ে আবার ইরাক ছেড়েও আছে। তাদের মদদে সৃষ্ট আইএসকে দমন করার নামে সিরিয়া ও ইরাকে বিমান হামলা চালাচ্ছে। ইরাকে আবার সেনা পাঠিয়েছে। তারা চাচ্ছে রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে বিশ্বকে শাসন করতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় তাদের আদেশ নিষেধ কেই মেনে চলতে হবে এবং তাদের ইচ্ছামতো চলতে হবে। বিশ্ব ব্যাংক (World Bank), আইএমএফ (IMF), এডিবি (ADB), কিংবা বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা (WTO) - এর মাধ্যমেও তারা সাম্রাজ্যবাদী শোষনকে নিবিড় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

আমরা জানি ইসলামে প্রকৃতপক্ষে কোনো রাজতন্ত্র নেই। বিশ্বের প্রায় সকল ইসলামী দল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে। তারা নির্বাচনকে ক্ষমতা পরিবর্তনের বৈধ পথ বলে মনে করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী দলগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনেকটা ইসলামী খেলাফতের পদ্ধতির মতো। আর খেলাফতের অর্থ হলো জনগণের সরকার। এ কথা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, আমরা যখন গণতন্ত্রের কথা বলি, তখন আমরা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে গণতন্ত্র বুঝি। সেটিকে ইসলামের গণতন্ত্রই বুঝি। সেটিকে হুবহু পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র বুঝি না।

৮: <u>সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা</u>:- নব্য ঔপনিবেশবাদ, নব্য সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা। এটি প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ

৮. অপব্যাখ্যার সমস্যা:- মুসলিম বিশ্বের সামনে আরেকটি সমস্যা হল অপব্যাখ্যার সমস্যা। এখন কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য অনুবাদ বেরিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই যারা অনুবাদ পড়ছেন তাদের মনে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নানা প্রশ্ন জাগছে। তাতে তারা নিজেরাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। অথচ সমস্যা হচ্ছে, ব্যাখ্যা করার যে মূলনীতি এবং বিধান সেসব তারা জানে না। এজন্য দরকার ফিকাহ, উসূলুল ফিকাহ, জানা। এজন্য উসূলুল ফিকহ এর সহজবোধ্য বইও প্রকাশ করতে হবে।

৭. গণতন্ত্রের অভাব:- মুসলিম বিশ্বের আরেকটি মূল সমস্যা হল গণতন্ত্রের অভাব। স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও সামরিক শাসন মুসলিম বিশ্বে এখনো বলবৎ আছে। এটি পাশ্চাত্যের কাছে মুসলমানদের খারাপ ইমেজকেই তুলে ধরে। মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্র নিয়ে যে বিতর্ক তা দূর করতে হবে।

আজকেও আমরা জানি কতিপয় চরমপন্থি গ্রুপ রয়েছে। তারা রাজনীতি বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে চরমপন্থা অবলম্বন করে। মুসলমানদেরকে এ ধরনের চরমপন্থা থেকে রক্ষা করতে হবে, মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণ হচ্ছে চরমপন্থা পরিহার করা।

৫. <u>মুসলিম নারীর দুর্দশাজনিত সমস্যাঃ-</u> বর্তমান মুসলিম বিশ্বের মূল সমস্যাবলির অন্যতম প্রধান হলো নারী সমস্যা। ড. ইউসুফ আল কারযাভী, ড. জামাল বাদাবী, আবদুল হালিম আবু শুক্কাহ, ড. হাসান তুরাবীর মতো বড় বড় আলেমগণ নারীদের ব্যাপারে বলেছেন, নারীকে মর্যাদা না দিলে ইসলামের অগ্রগতি সাধিত হবেনা। কেননা নারী হচ্ছে অর্ধেক জনশক্তি, তাই অর্ধেককে পিছনে রেখে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তারা ইসলামের দৃষ্টিতে তাদেরকে স্বীয় অধিকার প্রদানের কথা বলেছেন।

ইকতেসাদ তথা অর্থনীতি ও দাওরায়ে তিজারত তথা ব্যবসায় বাণিজ্য বিভাগের প্রত্যাশা করতে পারি। নিচের দিকে এ দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রেও পাঠ্যতালিকা ঠিক থাকবে। পরিবর্তন হবে শুধু উপরের দিকে। তাহলে সেখান থেকে একই সঙ্গে আলেম তৈরি হবে এবং সমাজের প্রয়োজনও পূরণ হবে। এসব যদি আমরা সমন্বয় করতে পারি তাহলে পরবর্তী সময় কওমি মাদরাসা শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার ব্যাপক সুফল পাওয়া যাবে। ভবিষ্যতে শিক্ষাব্যবস্থাকে এক রকম করতে এটি একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ হবে।

৪. <u>চরমপন্থার সমস্যাঃ-</u> মুসলিম বিশ্বের পরবর্তী সমস্যা হলো চরমপন্থার সমস্যা। কেননা চরমপন্থা ইসলামের পথ নয়, ইসলাম মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী। অতীতকালে আমাদের মধ্যে খারেজীদের উদ্ভব হয়েছিল। তারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক চরমপন্থি ছিল, এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও চরমপন্থি ছিল।

ঘ. মাদ্রাসায় ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও অর্থনীতিকে মূল বিষয় হিসেবে পাঠদান করা :-

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা সার্থক ও তাৎপর্যপূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন হলো তা দেশের জন্য, ইসলামের জন্য, প্রশাসনের জন্য, অর্থনীতির জন্য অর্থবহ করে তোলা। বর্তমানে মাদ্রাসাগুলো থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক এমন লোক তৈরি হচ্ছে না যারা দেশের অর্থনীতি চালাতে পারে। কারণ তাদের অধিকাংশই ইকোনোমিক্স পড়ে না, বিজনেস, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং পড়ে না। তারা পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন পড়ে না। অথচ এগুলো আধুনিক বিশ্বে অপরিহার্য বিষয়।

ঙ. কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা :-

কওমি মাদ্রাসা বর্তমানে দাওরায়ে হাদীসের উপর একটি ডিগ্রি দেয়। সেখানে ফিকহ, হাদীস, তাফসীর, বালাগাত ও মানতিকসহ আরবি ভাষায় সকল বিষয়ের শিক্ষাদান করা হয়। আমরা এখানে আরো দুটি দাওরা ডিগ্রি তথা দাওরায়ে ইলমুল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদ পাকিস্তান, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সহ আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে তা ঘতিয়ে দেখতে হবে। সেখানে আধুনিক বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে কতকগুলো ইসলামী বিষয়ের উপর কোর্স করতে হবে। হয়। এর মধ্যে আছে কুরআন, হাদিস, ইসলামিক হিস্ট্রি, ফিকহ, আরবি ভাষা, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামের রাজনীতি সহ আরো বেশ কিছু কোর্স। ফলে ছাত্রদেরকে সেখানে নিজেদের মূল বিষয়ের সাথে সাথে ইসলামের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে। এভাবে সময়ের চাহিদানুসারে শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই এগুলোকে মডেল বলে গণ্য করা যায়।

ওয়াকফকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, তেমনিভাবে মুসলিম দেশের মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি, ব্যাংকিংনীতিসহ সবকিছুই ব্যবহার করতে এসবের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৩. <u>শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাঃ-</u> শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি প্রকট সমস্যা। মুসলিম বিশ্বকে ইসলামের আলোকে উন্নত ও যুগোপযোগী একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কেননা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামের প্রয়োজন পূরণ করছে না। একন্য তা সংস্কার করতে হবে। ওলামায়ে কেরামকে এ ব্যাপারে ইসলামের কথা, দেশের কথা চিন্তা করে যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা উত্তরণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অনুসরণ করা যেতে পারে-

(ক) বিশ্বের বড় বড় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের <u>নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণঃ-</u> মালয়েশিয়া

আশারিয়া চিন্তাবিদদের বা অন্যদের ব্যাপক তর্কবিতর্ক হয়েছে। সত্যিকার অর্থে সে সমস্যা এখন আর নেই। গত একশ বছর ধরে মুসলিম বিশ্বের আসল সমস্যা হিসেবে এসেছে পুঁজিবাদ, খ্রিস্টবাদ ইহুদিবাদসহ ডারউইনবাদ ও ফ্রয়েডদের মতো ইসলাম বিরোধী মতবাদগুলো। পাশ্চাত্যের এসব ক্ষতিকর মতবাদ মুসলিম বিশ্বের অনেক মুসলিমকে প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত করছে।

২. <u>দারিদ্র সমস্যাঃ-</u> দারিদ্র হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ সমস্যা দূর করা একটি কঠিন কাজ। তথাপি বর্তমান মুসলিম বিশ্বের দারিদ্র বিমোচন একান্ত অপরিহার্য। দারিদ্র বিমোচনে ইসলামের কৌশল সম্পর্কে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ শাহ আব্দুল হান্নান বলেছেন, মুসলিম বিশ্বের দারিদ্রকে দূর করতে হলে একদিকে যেমন যাকাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে,

উপস্থাপনা:- মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি এক জটিলতম সময় অতিক্রম করছে। আজকের মুসলিম বিশ্ব বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন। মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে অশান্ত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সমস্যা আর সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। নিচে প্রশ্নালোকে মুসলিম বিশ্বের মূল সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো।

⇒ **মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের মূল সমস্যা:-**

বর্তমান সময়ে মুসলিম বিশ্বে মুসলমানদের সমস্যা অনেক। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ=

১. **জাহেলী মতবাদের প্রভাব:-** ইসলামের শুরুর দিকে দীর্ঘ দু'তিনশ বছর ধরে কিছু দার্শনিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল, যেগুলো নিয়ে মুতাযিলা চিন্তাবিদগণের সাথে

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
① উপস্থাপনা	১
② মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সমস্যাসমূহ: জাহেলী মতবাদের প্রভাব	১-২
③ দারিদ্রতা সমস্যা	২-৩
④ শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা	৩-৫
⑤ চরমপন্থার সমস্যা	৬-৭
⑥ মুসলিম নারীর দুর্দশা	৭
⑦ অপব্যাখ্যার সমস্যা	৮
⑧ গণতন্ত্রের অভাব	৮-৯
⑨ সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা	৯-১০
⑩ অর্থনৈতিক সমস্যা	১১
⑪ বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা	১২-১৩
⑫ সাংস্কৃতিক সমস্যা	১৩
⑬ জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চিমা জগতের কর্তৃত্ব	১৪
⑭ প্রচার মিডিয়ার উপর পশ্চিমা কর্তৃত্বের চ্যালেঞ্জ	১৪-১৫
⑮ উপসংহার	১৫

সহায়ক গ্রন্থ → আল ফাতাহ গাইড, ইন্টারনেট

সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

২ নং আরফ্যানেজ রোড, বক্‌শী বাজার, চকবাজার, ঢাকা।

এ্যাসাইনমেন্ট

পরীক্ষার নাম	: কামিল (এম.এ) ১ম পর্ব পরীক্ষা-২০১৯
বিভাগ	: হাদিস
বিষয়	: ৫০৪
পত্র	: চতুর্থ

শিরোনাম : বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সমস্যা চিহ্নিত করণ

নির্দেশনায়:

ড. মোঃ মাসুদ রানা খাঁন

পদবী : সরকারী অধ্যাপক

বিভাগ : ইস. ইতিহাস বিভাগ

সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

উপস্থাপনায়:

নাম :

পিতা

ক্লাস রোল

রেজি. নং :

শিক্ষাবর্ষ :

মোবাইল :

জমা দেওয়ার তারিখ :